যুগান্তর

তারিখ ... 15 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

জরাজীর্ণ ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়

রবিউল ইসলাম

দেশের প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে করা মাঠ পর্যায়ের এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এ জরিপের ফলাফল থেকে যাচাই-বাছাই করে ৯ হাজার জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

বিদ্যালয় : প্রাথমিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, জরাজীর্ণ স্কুলের বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। শিগগিরই এসব বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ ২০১০ সালের মধ্যে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার আমাদের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, জরাজীর্ণ ও ভাঙাচুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়ার ঝুঁকিও রয়েছে। ফলে শিশুদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সমিতির সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, গাভিরহাট ইউনিয়নের আমবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়ের ছাউনি টিনের। টিন নষ্ট হওয়ায় বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। ফলে বর্ষা মৌসুমে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো স্কুলে আসে না। ওই থানার বাতিভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি বলেন, আতাই নদীর তীরে অবস্থিত ওই স্কুলটি যেকোন সময় নদীগর্ভে চলে যেতে পারে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে মাঠ পর্যায়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের যৌথ উদ্যোগে এ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়। উপজেলা প্রকৌশলী ও শিক্ষা কর্মকর্তারা এ জরিপ কাজ পরিচালনা করেন। এ জরিপে দেখা যায়, ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার জরাজীর্ণ, যা ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী।

জরিপের ফলাফলে বলা হয়, বেশিরভাগ স্কুলের মেঝে উঠে গেছে, কোন কোনটির ছাদ খসে পড়ছে, পানি পড়ে এবং ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০০৫ সালে ৯ হাজার জরাজীর্ণ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সময় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে ৯ হাজারের মধ্যে ৪ হাজার ৮০০ স্কুল পুনর্নির্মাণের জন্য প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেসব বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা আসলেই জরাজীর্ণ কিনা তা মাঠ পর্যায়ে পুনঃপরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণকালে প্রতীয়মান হয়, এর আগে সম্পাদিত জরিপে এমন অনেক বিদ্যালয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল যা আদৌ জরাজীর্ণ নয়।

এ জন্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর আবার নতুন করে জরিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুনির্দিষ্ট ছকে জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা চেয়ে প্রতিটি উপজেলায় চিঠি দেয়া হয়। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর সংবলিত জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা পাঠাতে বলা হয়। মাঠ পর্যায়ের ওই জরিপের ফলাফল সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ৯ হাজার জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের একটি প্রস্তাবিত তালিকা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, আমরা জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি।

খোঁজ-নিয়ে জানা গেছে, একটি বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বকাল ১০০ বছর হওয়ার কথা হলেও মাত্র ৪০ বছরে তা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। জরাজীর্ণ এসব বিদ্যালয় সত্তর দশকে নির্মাণ করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্টরা বলছে, প্রতি বছর বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য যথাযথভাবে মেরামত করা সম্ভব হয় না। ফলে স্কুল জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া বিদ্যালয় নির্মাণের সময় নির্মাণ সামগ্রী প্রয়োজন অনুযায়ী না দেয়ার ফলে এরূপ হতে পারে।

এছাড়া সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করছে, ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। তার মধ্যে প্রায় ২ হাজারটি গ্রাম আছে যেখানে লোকসংখ্যা ২ হাজারের বেশি। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন গ্রামে ২ হাজারের অধিক লোকসংখ্যা থাকলে সেখানে বিদ্যালয় নির্মাণের কথা বলা আছে। অথচ এ নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে মানা হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছে, নতুন করে বিদ্যালয় নির্মাণ ও জরাজীর্ণ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ না করলে বর্তমান সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তার কারণ ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বর্তমান সরকার তাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে ঘোষণা করেছে।

বর্তমানে দেশে মোট স্কুলের সংখ্যা হল ৮১ হাজার ৪৩৪টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হল ৩৭ হাজার ৬৭২টি। মোট শিক্ষকের পরিমাণ হলো ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪৯ জন। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হল ১:৪৯। নিট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৬৩ শতাংশ।